দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 15 NOV 2006
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩

৭

ইডেনে আজ থেকে চালু হচ্ছে হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) হোস্টেল : সিট বরাদ্দ শেষ

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ঃ রাজধানীর ইডেন মহিলা কলেজের ছাত্রীদের আবাসিক সংকট নিরসন করতে 'হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা)' নামে আরেকটি হোস্টেল নির্মাণ করা হয়েছে। আজ (বুধবার) ছাত্রীদের জন্য নবনির্মিত এ হোস্টেল খুলে দেয়া হচ্ছে। গত মঙ্গলবার খুলে দেয়ার কথা থাকলেও প্রয়োজনীয় অফিসিয়াল কাজ শেষ না হওয়ায় খুলে দেয়া সম্ভব হয়নি বলে জানা যায়। চারশ' শয্যাবিশিষ্ট এ হোস্টেলে ইতোমধ্যে ছাত্রীদের সিট বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। আজ দুপুরের দিকে বরাদ্দপ্রাপ্ত ছাত্রীদের আসন তালিকা প্রকাশ এবং সবাইকে সিট বুঝিয়ে দেয়ার কথা রয়েছে। তবে নেত্রীদের দাপটে সেটা কতটা সম্ভব হবে তা নিয়ে সাধারণ ছাত্রীরা আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন।

ইডেনে বর্তমানে প্রায় ২৮ হাজার শিক্ষার্থী পড়াশোনা করছে। ইতিপূর্বে তাদের জন্য হোস্টেল ছিল মাত্র ৪টি। যেখানে মাত্র ৫ সহস্রাধিক ছাত্রী আবাসিক সুবিধা পেতেন। নতুন এ হোস্টেল ছাত্রীদের আবাসন সংকট কিছুটা হলেও দূর করবে। নবনির্মিত হোস্টেলটিতে রান্নাঘর, গ্যাস, বিদ্যুৎ ও বাথরুমের উন্নত ফিটিংসসহ আধুনিক বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা রয়েছে। সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ক্ষমতা ছাড়ার আগে হোস্টেলটি উদ্বোধন করেন। কলেজের অন্য চারটি হোস্টেল হচ্ছে- খোদেজা খাতুন, জেবুন্নিসা, হাসান বেগম ও সুলতানা রাজিয়া হোস্টেল। সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ক্ষমতা ছাড়ার আগে হোস্টেলটি উদ্বোধন করেন।

এদিকে নতুন হোস্টেলের সিট বরাদ্দ নিয়ে অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। সংশ্লিষ্ট একাধিক সূত্রে জানা গেছে, হলে চারশ' সিটে প্রায় সাড়ে ৩শ' ছাত্রীকে সিট দেয়া হয়েছে। কলেজের সাবেক প্রিন্সিপাল প্রফেসর ফিরোজা বেগমের সময়ে নতুন হোস্টেলে সিট বরাদ্দের কাজ শেষ হয় বলে জানা যায়। তখন দলীয় প্রভাব খাটিয়ে নেত্রীরা শিক্ষক শিক্ষিকাদের কাছ থেকে ভর্তি ফরম নিয়ে ছাত্রীদের মাঝে বণ্টন করে।

মেধার ভিত্তিতে সিট বণ্টনের কথা থাকলেও বরাদ্দকৃত সিটের বেশির ভাগই ছাত্রদল নেত্রীদের তদবিরে পেয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। তিন ছাত্রদল নেত্রীকে সর্বাধিক ৫১ জনকে সিট দিয়েছেন। ৫১ সিটের মধ্যে কলেজ শাখার আহবায়ক নিশিতা ১৫টি এবং সিনিয়র যুগ্ম আহবায়ক রুমা ২২ জনকে সিট দিয়েছেন বলে সূত্রগুলো নিশ্চিত করেছে। অন্য নেত্রীরাও ভাগ-বাটোয়ারার মাধ্যমে নিয়েছেন। এর বিনিময়ে ছাত্রদল নেত্রীরা প্রত্যেক ছাত্রীর কাছ থেকে দুই হাজার থেকে সর্বোচ্চ ৩২শ' টাকা পর্যন্ত নিয়েছেন। এর বাইরে ছাত্রীদের প্রত্যেক বর্ষভিত্তিক নির্ধারিত হারে টাকা পরিশোধ করতে হয়েছে। নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েকজন নেত্রী আর্থিক সুবিধা নেয়ার কথা স্বীকার করেছেন। ছাত্রদলে কলেজ শাখার একজন সদস্য জানান, ব্যাংকে নির্দিষ্ট টাকা জমা দিয়েও অনেক ছাত্রী সিট বরাদ্দ পাননি। আবার টাকা জমা না দিয়েও শুধু নেত্রীদের টাকা দিয়ে সিট পেয়েছে অনেক ছাত্রী। তবে ইডেন কলেজ ছাত্রদলের আহবায়ক নিশিতা কাউকে সিট বরাদ্দ দেয়নি বলে জানান। যুগ্ম আহবায়ক রুমার সঙ্গে যোগাযোগ করেও তাকে পাওয়া যায়নি।

এ ব্যাপারে কলেজের প্রিন্সিপাল প্রফেসর জাহান-ই-ওলশান মাহমুদা খানমের সঙ্গে মোবাইলে যোগাযোগের চেষ্টা করেও পাওয়া যায়নি।